পলিসি ব্রিফ
১৫২/২০২৫
ডিসেম্বর ২০২৫

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজে করে, যেখানে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্নীতিমুক্ত থাকবে এবং সকল স্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে টিআইবি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক অধিপরামর্শ, অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবসমাজ, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কর্মসূচি পরিচালনা করে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে জনসচেতনতা তথা জনদাবি শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে টিআইবি কাজ করছে।

বিশ্বব্যাপী ই-বর্জ্যের উৎপাদন আশংকাজনক হারে বাড়ছে, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রাধান্য বিবেচনায় বিষয়টি উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য *ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা*, ২০২১ নামে একটি আইনি কাঠামো প্রণীত হলেও সেখানে চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আইনের প্রতিপালন এবং তাদের নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ধারনা কম। এই প্রেক্ষাপটে "বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলো মোকাবিলার উপায় অনুসন্ধান করা। গবেষণাটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথিপত্র ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে।[১]

[১] গবেষণা-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার সংক্ষেপ এবং উপস্থাপনা) এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন– https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/7424

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও বাজারজাতকারীদের পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ই-বর্জ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; যেখানে বিধিমালা কার্যকর হওয়ার প্রথম বছরে ১০ শতাংশ এবং তা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে পঞ্চম বছরে ৫০ শতাংশ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বিধিমালা বাস্তবায়নের চার বছর পরও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই এবং কোনো তথ্যভান্ডার এখনো তৈরি হয়নি। পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর ই-বর্জ্য বিধিমালার আওতায় এখন পর্যন্ত কোনো উৎপাদনকারী, আমদানিকারক, বা বাজারজাতকরণকারীকে নিবন্ধন ব্যবস্থার আওতায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুক্ত তথাকথিত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অংশীজনরা প্রকৃত অর্থে পুরোপুরি অপ্রাতিষ্ঠানিক নন; তাদের অধিকাংশেরই ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য ব্যবসায়িক নিবন্ধন রয়েছে। তারা পরিবেশ অধিদপ্তরের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকলেও অন্যান্য সরকারি সংস্থার তদারকির আওতায় রয়েছেন। যদিও এসব অংশীজন ল্যান্ডফিলে ই-বর্জ্য জমা পড়া কমাতে বা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তবুও এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে প্রক্রিয়ায় ই-বর্জ্য বাছাই, সংরক্ষণ ও চূর্ণকরণ করে তা স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনে ১৪ টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হলেও এর অর্ধেক পরিবেশ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত না হয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে ই-বর্জ্য বিধিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ও সদিচ্ছা এবং সমন্বয়ের অভাব সুশাসনের ক্ষেত্রে গুরুতর ঘাটতি সৃষ্টি করছে। সীমিত সক্ষমতা ও ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়ার কারণে তারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, যা টেকসই ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

ই-বর্জ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনিয়ম এবং আমদানি নিষিদ্ধ পুরাতন ও পুনঃব্যবহার উপযোগী করা ইলেকট্রনিক পন্য আমদানির তথ্য পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম ই-বর্জ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান *ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের আমদানি-রপ্তানি এবং নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন*, ১৯৯২ অনুযায়ী আমদানির পূর্ববর্তী অবহিত সম্মতি (পিআইসি) প্রক্রিয়ার অধীনে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণ ই-বর্জ্য রপ্তানি করছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ ও আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ অনুযায়ী, নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃব্যবহার উপযোগী করা অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি করা হচ্ছে এবং সেগুলো বাজারে ব্যাপকভাবে সহজলভ্য। একইভাবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হলো, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়নের পরও ২০২২-২০২৪ সময়কালে বাংলাদেশে আমদানি নিষিদ্ধ ১৪,৯৮৫ টন ই-বর্জ্য আমদানি করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এই পরিমাণ ই-বর্জ্য আমদানির জন্য প্রায় ৭ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে-

সুপারিশমালা

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে *ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১* সংশোধন করতে হবে- • ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালার তফসিল ১-এ ই-বর্জ্য শ্রেণীবিভাগের আওতা (বৈদ্যুতিক যানবাহন, সোলার প্যানেল ইত্যাদির মতো ক্রমবর্ধমান সরঞ্জাম যুক্ত করে) সম্প্রসারণ এবং সময়ে সময়ে এ তালিকা হালনাগাদ • বিধিমালা কার্যকর করার জন্য প্রণোদনা এবং জরিমানা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারা সংযোজন • কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর অনুরূপ একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের জন্য বিধি যুক্ত করা • ই-বর্জ্য রপ্তানির শর্তাবলি ও শাস্তির বিধানসহ নির্দিষ্ট বিধি সংযোজন	পরিবেশ অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২.	ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কারিগরি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে- • কীভাবে পুনঃব্যবহারযোগ্য করার স্থানে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে • নিবন্ধন এবং ছাড়পত্র পেতে অপ্রাতিষ্ঠানিক পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণকারীদের কি কি শর্ত মানতে হবে • ই-বর্জ্যে থাকা ক্ষতিকর উপাদান কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী • দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ই-বর্জ্য কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে সেই পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনাসহ একটি দুর্যোগে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রটোকল	পরিবেশ অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.	ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুত বা সংযোজন, আমদানি, বাজারজাতকরণ খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে তাদের জন্য পৃথক একটি উৎপাদকের সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। যেখানে নিশ্চিত করতে হবে- • ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের রূপরেখা, যেমন কোন কোন ইলেকট্রনিক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথমে ইপিআর কার্যকর করা হবে • প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি অর্গানাইজেশনের (পিআরও) জন্য ই-বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তহবিলের ব্যবস্থা	পরিবেশ অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৪.	জাতিসংঘের ই-বর্জ্য পরিসংখ্যানের নীতিমালা অনুসরণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নেতৃত্বে ই-বর্জ্যের একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করতে হবে	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; পরিবেশ অধিদপ্তর

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫.	ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে (ভাঙ্গারিওয়ালাদের ই-বর্জ্য সংগ্রহ ও বাছাই কাজ) তদারকির আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটি পথনকশা তৈরি করতে হবে। একইসাথে উল্লেখ করতে হবে- • এই খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের উপায় • পরিবেশবান্ধব সংগ্রহ ও বাছাই কাজের জন্য প্রণোদনা এবং তদারকির জন্য বাজেট বরাদ্দ	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্থানীয় সরকার বিভাগ; সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ
৬.	ই-বর্জ্য ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স এর একটি পৃথক শ্রেণিবিভাগ তৈরি করতে হবে, যাতে সহজে তাদের চিহ্নিত করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির আওতায় আনা যায়	স্থানীয় সরকার বিভাগ; সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ
৭.	ই-বর্জ্য আমদানি-রপ্তানি এবং পুরনো ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাস্টমস বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে	বাংলাদেশ কাস্টমস্; আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর
৮.	ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে একটি বিশেষায়িত *ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি নীতিমালা (E-Waste Disposal Policy)* প্রণয়ন করতে হবে, যা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	*খসড়া ইলেকট্রিক ভেহিকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২৫*-এ বৈদ্যুতিক যানবাহন থেকে সৃষ্ট ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে	শিল্প মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
১০.	পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; স্থানীয় সরকার বিভাগ; সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ
১১.	ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা বলবৎকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিবন্ধন ও প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়া অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর
১২.	পরিবেশ অধিদপ্তর, বিটিআরসি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় পদ্ধতি ঠিক করতে হবে	পরিবেশ অধিদপ্তর; বিটিআরসি; স্থানীয় সরকার বিভাগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh